পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু যাজপুর হইয়া কটকনগরে পৌঁছিলে তথায় শ্রীসাক্ষিগোপাল-দর্শনে গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মুখে গোপালের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলেন। বিদ্যানগর-নিবাসী দুইটী (একটী বৃদ্ধ, অপরটী যুবা) ব্রাহ্মণ বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলে, বৃদ্ধ-বিপ্র যুবা-বিপ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে ঐ বিষয় অঙ্গীকার করাইয়া গোপালকে সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবাবিপ্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে বৃদ্ধবিপ্র স্বীয় পুত্র-কলত্রাদির অনুরোধে কহিলেন, —'আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ নাই।' তাহাতে যুবাবিপ্র গোপালের নিকট পুনরায় গিয়া সমস্ত নিবেদন করত ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করিয়া দক্ষিণদেশে আনিলেন। গোপাল যুবাবিপ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নূপুরের ধ্বনি করিয়া বিদ্যানগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় স্থিত হইলেন। যুবাবিপ্র তদ্দেশস্থ ভদ্রগণকে, বৃদ্ধবিপ্র ও তাহার পুত্রকে তথায় উপস্থিত করাইয়া গোপালের সাক্ষ্য দেওয়াইলে তাহারা চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যার সহিত যুবাবিপ্রের উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করাইল। তদ্দেশীয় রাজা গোপালের প্রতি ভক্তি করিয়া মন্দিরাদি করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেবকে বিদ্যানগরের রাজা জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া স্বীয় কন্যা দিতে অস্বীকার করায় পুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথের সহায়তা লাভ করত ঐ রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা ও রাজ্য গ্রহণ করিলেন। সেইসময় হইতে বৈষ্ণবরাজ পুরুষোত্তমদেবের ভক্তিডোরে বদ্ধ হইয়া গোপাল কটকনগরে আনীত হন। এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু মহাপ্রেমের সহিত গোপাল দর্শন করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বরে শিব দর্শন করত কমলপুরে ভার্গী-নদীতীরে কপোতেশ্বর-শিবদর্শন-ছলে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ড রাখিয়া যা'ন। তিনি দণ্ডটিকে তিনখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গী-নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। 'আঠারনালা'র নিকটে গিয়া মহাপ্রভু দণ্ড না পাইয়া সঙ্গিগণকে রাখিয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তবশ সাক্ষিগোপালকে প্রণাম ঃ—

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্ ।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর যাজপুরে বরাহদেব-দর্শন ঃ—

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম ।
বরাহ-ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম ॥ ৩ ॥

নৃত্যগীত কৈল প্রেমে, বহুত স্তবন ।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন ॥ ৪ ॥

কটকে সাক্ষিগোপাল-দর্শন ঃ—

কটকে আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে ।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' হৈলা আনন্দিতে ॥ ৫ ॥

প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
আবিষ্ট হঞা কৈল গোপাল-স্তবন ॥ ৬ ॥

নিত্যানন্দমুখে প্রভুর সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

সেই রাত্রি তাঁহা রহি' ভক্তগণ-সঙ্গে ।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে তীর্থভ্রমণোপলক্ষে নিতাইর শ্রবণ-সুযোগ ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা ।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় পদ-চালনপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতচেষ্ট সাক্ষি-গোপালকে আমি প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ (গোপালঃ) প্রতিমাস্বরূপঃ (অর্চ্চ্যাশ্রিতবিগ্রহঃ) ব্রহ্মণ্যদেবঃ পদ্ভ্যাং চলন্ বিপ্রকৃতে (ব্রাহ্মণস্যোপকারায়) হি শতাহগম্যং (শতদিবস-প্রাপ্যং) দেশং (মাথুরমণ্ডলাৎ বিদ্যা-নগরং) যযৌ, অহং তম্ অদ্ভুতেহং (অপূর্ব্বচেষ্টাসমন্বিতং) সাক্ষিগোপালং নতোঽস্মি (প্রণমামি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩। যাজপুরগ্রাম—উৎকল-দেশে বৈতরণী-নদীতীরে বিরজা-ক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ তীর্থবিশেষ।

৮। সাক্ষিগোপাল—মহানদীতীরে প্রধান নগর—কটক ;

সাক্ষিগোপালের কথা শুনি' লোকমুখে ।
সেই কথা কহেন, প্রভু শুনে মহাসুখে ॥ ৯ ॥

সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত ; দুই বিপ্রের কথা ঃ—

পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত' ব্রাহ্মণ ।
তীর্থ করিবারে দুঁহে করিলা গমন ॥ ১০ ॥
গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ—সকল করিয়া ।
মথুরাতে আইলা দুঁহে আনন্দিত হঞা ॥ ১১ ॥
বনযাত্রায় বন দেখি' দেখে গোবর্দ্ধন ।
দ্বাদশ-বন দেখি' শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয় ।
সে-মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ॥ ১৩ ॥
কেশীতীর্থ, কালীয়-হ্রদাদিকে কৈল স্নান ।
শ্রীগোপাল দেখি' তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ১৪ ॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দুঁহার মন নিল হরি' ।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই-চারি ॥ ১৫ ॥
দুইবিপ্র-মধ্যে এক বিপ্র—বৃদ্ধপ্রায় ।
আর বিপ্র—যুবা, তাঁর করেন সহায় ॥ ১৬ ॥
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন ।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৭ ॥
বিপ্র বলে,—"তুমি মোর বহু সেবা কৈলা ।
সহায় হঞা আর তীর্থ করাইলা ॥ ১৮ ॥
পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন ।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥ ১৯ ॥
কৃতঘ্নতা হয়, তোমায় না কৈলে সম্মান ।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান ॥" ২০ ॥
ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, বিপ্র-মহাশয় ।
অসম্ভব কহ কেনে, যেই নাহি হয় ॥ ২১ ॥
মহাকুলীন তুমি—বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ ।
আমি অকুলীন আর ধন-বিদ্যা-হীন ॥ ২২ ॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার ।
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার সেবা-ব্যবহার ॥ ২৩ ॥
ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয় ।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি-সম্পদ্ বাড়য় ॥" ২৪ ॥
বড়বিপ্র কহে,—"তুমি না কর সংশয় ।
তোমাকে কন্যা দিব আমি, ইথে কি বিস্ময় ॥" ২৫ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"তোমার স্ত্রী-পুত্র সব ।
বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥ ২৬ ॥
তা'-সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান ।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৭ ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা,—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে ।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে ॥" ২৮ ॥
বড়বিপ্র কহে,—"কন্যা মোর নিজ-ধন ।
নিজ-ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ॥ ২৯ ॥
তোমাকে কন্যা দিব, সবাকে করি' তিরস্কার ।
সংশয় না কর তুমি, করহ স্বীকার ॥" ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তথায় সে-সময়ে সাক্ষিগোপাল বিরাজমান ছিলেন। সাক্ষি-গোপাল দক্ষিণদেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে কটকে কিছুদিন থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কোনপ্রকার প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহারাজ, পুরুষোত্তম হইতে তিনক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী'-নামে একটী গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় গোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটী পাকা মন্দিরে শ্রীসাক্ষিগোপাল বিরাজমান ।

১২। দ্বাদশবন—যথা ;—ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন, এই পাঁচটী বন—যমুনার পূর্ব্বে ; মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন, এই শেষ সাতটী বন—যমুনার পশ্চিমে। এই দ্বাদশবন দেখিয়া শেষে 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন'-নামক স্থানে গমন করিল। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বাদশবন-মধ্যে যে বৃন্দাবন, তাহা এই বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ হইয়া নন্দগ্রাম, বর্ষাণ পর্য্যন্ত ষোলক্রোশ-ব্যাপৃত ; তন্মধ্যে 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন'-নামক গ্রাম।

অনুভাষ্য

৩। যাজপুর—কটকজেলার এক মহকুমা ; ইহাকে 'নাভি-গয়া' কহে। এখানে 'ব্রাহ্মণনগর'-পল্লীতে বরাহদেব আছেন।

২৩-২৪। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ছোটবিপ্র ভগবদ্ভক্ত বড়বিপ্রের সেবা করিয়াছিলেন, তৎফলেই স্বভক্তের মানরক্ষার্থ শ্রীগোপালঠাকুর সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। নতুবা ছোটবিপ্রের এইরূপ বড়বিপ্রকে সেবা ও তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মতিপ্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ড হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কখনই উহাকে আদর করিতেন না।

২৮। (ভাঃ ১০।৫২।২১)"রাজাসীদ্ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধি-পতির্মহান্। তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা রুচিরাননা।। রুক্মাগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ...

বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ। ততো নিবার্য্য কৃষ্ণদ্বিট্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত।।" (ভাঃ ১০।৫৩।২)—"শ্রীভগবানুবাচ—তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি। বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ।।"

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মী কৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বীয় ভগিনী

ছোটবিপ্র কহে,—"যদি কন্যা দিতে আছে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য-বচন ॥" ৩১ ॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
"তুমি জান, নিজ-কন্যা ইহারে আমি দিল ॥" ৩২ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"ঠাকুর, তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু, যদি অন্যথা দেখি ॥"৩৩ ॥
এত বলি' দুইজনে চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোটবিপ্র বহু সেবা করে ॥ ৩৪ ॥
দেশে আসি' দুইজনে গেলা নিজ-ঘরে।
কতদিনে বড়বিপ্র চিন্তিত অন্তরে ॥ ৩৫ ॥
'তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিলুঁ,—কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥' ৩৬ ॥
একদিন নিজ-লোক একত্র করিল।
তা-সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ৩৭ ॥
শুনি' সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার।
"ঐছে বাত্ মুখে তুমি না আনিবে আর ॥ ৩৮ ॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস ॥" ৩৯ ॥
বিপ্র বলে,—"তীর্থ-বাক্য কেমনে করি আন।
যে হউক্, সে হউক্, আমি দিব কন্যাদান ॥"৪০ ॥
জ্ঞাতি লোক কহে,—"মোরা তোমাকে ছাড়িব।"
স্ত্রী-পুত্র কহে,—"বিষ খাইয়া মরিব ॥" ৪১ ॥
বিপ্র বলে,—"সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।
জিতি' কন্যা লবে, মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম হয় ॥" ৪২ ॥
পুত্র বলে,—"প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূর দেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে, চিন্তা কর কিসে ॥ ৪৩ ॥
'নাহি কহি'—না কহি' এ মিথ্যা-বচন।
সবে কহিবে—'মোর কিছু নাহিক স্মরণ ॥' ৪৪ ॥
তুমি যদি কহ,—'আমি কিছুই না জানি।'
তবে আমি ন্যায় করি' ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥" ৪৫ ॥
এত শুনি' বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্ত-ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ ॥ ৪৬ ॥
'মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ-জন।
দুই রক্ষা কর, গোপাল, লইনু শরণ ॥' ৪৭ ॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল।
আর দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইল ॥ ৪৮ ॥
আসিঞা পরম-ভক্ত্যে নমস্কার করি'।
বিনয় করিঞা কহে কর-দুই যুড়ি' ॥ ৪৯ ॥
"তুমি মোরে কন্যা দিতে কর্যাছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার ব্যবহার ॥" ৫০ ॥
এত শুনি' সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি'।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি' ॥ ৫১ ॥
"অরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চন্দ্রে যেন চাহ ত' ধরিতে ॥" ৫২ ॥
ঠেঙ্গা দেখি' সেই বিপ্র পলাঞা গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥ ৫৩ ॥
সব লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য

রুক্মিণী-হরণকালে তাঁহাকে কুকথা বলায় কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ হয় ; তৎফলে বিনষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে রুক্মিণীর অনুরোধে জীবন লাভ করেন। কৃষ্ণ অসিদ্বারা তাহার শ্মশ্রুকেশ কর্ত্তন ও মুণ্ডনপূর্ব্বক বিরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

৪২। বড়-বিপ্র বলিলেন যে,—আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ছোট-বিপ্রকে কন্যা প্রদান না করিলে, ছোট-বিপ্র শ্রীগোপাল-বিগ্রহকে সাক্ষ্য মানিয়া বলপূর্ব্বক আমার কন্যা জয় করিয়া লইবে ; তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম তখন নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

৪৩-৪৫। বড়-বিপ্রের নাস্তিক, স্মার্ত্ত, বিষয়চতুর কিন্তু মূর্খ পুত্রটী শ্রীবিগ্রহের চেতনত্বে ও বিভুত্বে বিশ্বাস না করিয়া পৌত্তলিকের ন্যায় শ্রীবিগ্রহে শিলা-কাষ্ঠবুদ্ধিপূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন যে,—"একে ঐ প্রতিমা—সাক্ষী, অতএব তিনি যে চেতনবস্তুর ন্যায় কথা বলিবেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে ; তাহাতে আবার তিনি বহুদূরবর্ত্তী, সুতরাং অতদূর হইতে এখানে সাক্ষ্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। 'আমি কন্যা দিব, বলি নাই'—এরূপ মিথ্যা বচন কহিবে না, কেবল এইমাত্র কহিবে যে,—'ইহা স্মরণ নাই।'

অনুভাষ্য

দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় ; অতএব আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আপনি স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা একেবারে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বাক্যের ন্যায় এইমাত্র বলিবেন বা এইরূপ ভাব দেখাইবেন যে, আপনার কিছুই স্মরণ হইতেছে না, অর্থাৎ আপনি ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাহা হইলেই আমি ছোট-বিপ্রকে কূটতর্কের ফাঁকিতে ফেলিয়া তাহাকে পরাজিত করিব, আর আপনাকেও কন্যাদানরূপ বিপদ্ হইতে সর্ব্বসমক্ষে উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ঘটিতে না দিয়া আমাদের কুলের সম্মান রক্ষা করিব।" ন্যায়—তর্ক।

"ইঁহো মোরে কন্যা দিতে করুয়াছে অঙ্গীকার।
এবে যে না দেন, পুছ ইঁহার ব্যবহার ॥" ৫৫ ॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
"কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন ॥" ৫৬ ॥
বিপ্র কহে,—"শুন, লোক, মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি, মোর নাহিক স্মরণ ॥" ৫৭ ॥
এত শুনি' তাঁর পুত্র বাক্য-ছল পাঞা।
প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা ॥ ৫৮ ॥
"তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি' এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন ॥ ৫৯ ॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি, এই সঙ্গে একল।
ধুতুরা খাওয়াঞা বাপে করিল পাগল ॥ ৬০॥
সব ধন লঞা কহে,—'চোরে লইল ধন।'
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে'—উঠাইল বচন ॥ ৬১ ॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
'মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥" ৬২ ॥
এত শুনি' লোকের মনে হইল সংশয়।
'সম্ভবে,—ধনলোভে ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥' ৬৩ ॥
তবে ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥ ৬৪ ॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা ॥ ৬৫ ॥
তবে মুঞি নিষেধিনু,—'শুন, দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥ ৬৬ ॥
'কাঁহা তুমি পণ্ডিত, ধনী, পরম-কুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র, মূর্খ, নীচ, কুলহীন ॥' ৬৭ ॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
'তোরে কন্যা দিব, তুমি করহ স্বীকার ॥' ৬৮ ॥
তবে আমি কহিলাঙ,—'শুন, মহামতি।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥ ৬৯ ॥
কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্য-বচন।'
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥ ৭০ ॥
'কন্যা তোরে দিব, দ্বিধা না করিহ চিত্তে।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ॥' ৭১ ॥
তবে আমি কহিলাঙ দৃঢ় করি' মন।
'গোপালের আগে কহ এ-সত্য-বচন ॥' ৭২ ॥
তবে ইঁহো গোপালের আসিয়া কহিল।
'তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥' ৭৩ ॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিঞা।
কহিলাঙ তাঁর পদে প্রণত হইঞা ॥ ৭৪ ॥
'যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইমু তোমায়, হইও সাবধান ॥' ৭৫ ॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি' মানে ত্রিভুবন ॥"৭৬ ॥
তবে বড়বিপ্র কহে,—"এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন, আপনে আসি' এথা ॥ ৭৭ ॥
তবে কন্যা দিব আমি, জানিহ নিশ্চয়।"
তাঁর পুত্র কহে,—"এই ভাল বাত হয় ॥" ৭৮ ॥
বড়বিপ্রের মনে,—'কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ ॥' ৭৯ ॥
পুত্রের মনে,—'প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।'
এই বুদ্ধে দুইজন হইলা সম্মতে ॥ ৮০ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি চলে এসব বচন ॥" ৮১ ॥
তবে সব লোক মেলি' পত্র ত' লিখিল।
দুঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল ॥ ৮২ ॥
তবে ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, সর্ব্বজন।
এই বিপ্র—সত্য-বাক্, ধর্ম্মপরায়ণ ॥ ৮৩ ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যু-ভয়ে কহে অসত্য-বচন ॥ ৮৪ ॥
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী বোলাইব।
তবে এই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥" ৮৫ ॥
এত শুনি' নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ বলে, 'ঈশ্বর—দয়ালু, আসিতেহ পারে ॥' ৮৬ ॥

অনুভাষ্য

৫৮। ছল—বক্তা যে-শব্দ যে-অর্থে প্রয়োগ করেন, সে-শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীতার্থ কল্পনাপূর্ব্বক প্রতিবাদী যে-সকল মিথ্যা দোষারোপ করে, তাহাই 'ছল'।

৬৩। অর্থলোভে লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক সব লোপ পায়, সুতরাং ছোট-বিপ্র ঐ সময় অর্থলালসায় বড়-বিপ্রের উপর অত্যাচার করিতেও পারে,—লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল।

৭৬। মহাজন—দেবতা।

৮৬। নাস্তিক—কেননা, কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব ও ভক্ত-বাৎসল্যে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার অর্চ্চাবিগ্রহে ভৌম-বুদ্ধি-কারী।

তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন ।
দণ্ডবৎ করি' কহে সব বিবরণ ॥ ৮৭ ॥
"ব্রহ্মণ্যদেব ! তুমি —বড় দয়াময় ।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয় ॥ ৮৮ ॥
কন্যা পাব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়,—এই বড় দুঃখ ॥ ৮৯ ॥
এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময় ।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥" ৯০ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"বিপ্র, তুমি যাহ স্বভবনে ।
সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥ ৯১ ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব ।
তবে দুই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥" ৯২ ॥
বিপ্র বলে,—"যদি হও চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥ ৯৩ ॥
এই মূর্ত্তি গিয়া, যদি এই শ্রীবদনে ।
সাক্ষী দেহ যদি, তবে সর্ব্ব লোক শুনে ॥" ৯৪ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি ।"
বিপ্র বলে,—"প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥ ৯৫ ॥
প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥" ৯৬ ॥
হাসিঞা গোপাল কহে,—"শুনহ ব্রাহ্মণ ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ ৯৭ ॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে ।
আমাকে দেখিলে, আমি রহিব সেই স্থানে ॥ ৯৮ ॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা ।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥ ৯৯ ॥
একসের অন্ন রান্ধি' করিহ সমর্পণ ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥" ১০০ ॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি' চলিল ব্রাহ্মণ ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥ ১০১ ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি' আনন্দিত মন ।
উত্তমান্ন পাক করি' করায় ভোজন ॥ ১০২ ॥
এইমতে চলি' বিপ্র নিজ-দেশে আইলা ।
গ্রামের নিকট আসি' মনেতে চিন্তিলা ॥ ১০৩ ॥
'এবে মুঞি গ্রামে আইনু, যাইমু ভবনে ।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর গমনে ॥ ১০৪ ॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয় ।
ইঁহা যদি রহেন, তবু নাহি কিছু ভয় ॥' ১০৫ ॥
এত ভাবি' সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল ।
হাসিঞা গোপালদেব তথায় রহিল ॥ ১০৬ ॥
ব্রাহ্মণেরে কহে,—"তুমি যাহ নিজ-ঘর ।
এথায় রহিব আমি, না যাব অতঃপর ॥" ১০৭ ॥
তবে সেই বিপ্র যাই' নগরে কহিল ।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল ॥ ১০৮ ॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে ।
গোপাল দেখিঞা লোক দণ্ডবৎ করে ॥ ১০৯ ॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে আনন্দিত ।
প্রতিমা চলিঞা আইলা,—শুনিঞা বিস্মিত ॥ ১১০ ॥
তবে সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হঞা ।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১১১ ॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল ।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥ ১১২ ॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর ।
"তুমি-দুই—জন্মে-জন্মে আমার কিঙ্কর ॥ ১১৩ ॥
দুঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাঙ, দুঁহে মাগ' বর ।"
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর ॥ ১১৪ ॥
"যদি বর দিবে, তবে রহ এইস্থানে ।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্ব্বলোকে জানে ॥" ১১৫ ॥
গোপাল রহিলা, দুঁহে করেন সেবন ।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক-জন ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য

৮৯। বড়-বিপ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার ভোগসুখ-বর্দ্ধনরূপ স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার জন্য তোমাকে সাক্ষ্য দিতে বলিতেছি না,—তোমার ভক্ত বড়-বিপ্রের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত পাপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার বাক্য রক্ষা করিবার জন্যই তোমাকে বলিতেছি।

৯৫-৯৬। ছোট-বিপ্রকে যাহাতে কেহ বিষ্ণুর অর্চ্চাবিগ্রহে শিলা-কাষ্ঠবুদ্ধিকারী অক্ষজজ্ঞানরত দেহারামী 'পৌত্তলিক'

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। বিপ্রের উপকারের জন্য তুমি তোমার অকরণীয় কার্য্য-সকল করিয়া থাক।

অনুভাষ্য

বলিয়া না ভাবে, তজ্জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ অপবাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই ভগবানের ঐ প্রশ্নভঙ্গী এবং বিপ্রেরও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসকারী যথার্থ ভক্তের ন্যায় উত্তর দান।

শ্রীগোপাল ও উৎকলরাজ পুরুষোত্তমের কথা ঃ—

সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিঞা ।
পরম সন্তোষ পাইল গোপালে দেখিঞা ॥ ১১৭ ॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ।
'সাক্ষিগোপাল' বলি' তাঁর নাম খ্যাতি হৈল ॥ ১১৮ ॥
এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল ।
সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন চিরকাল ॥ ১১৯ ॥
উৎকলের রাজা—শ্রীপুরুষোত্তম-নাম ।
সেই দেশ জিনি' নিল করিয়া সংগ্রাম ॥ ১২০ ॥
সেই রাজা জিনি' নিল তাঁর সিংহাসন ।
'মাণিক্য-সিংহাসন' নাম অনেক রতন ॥ ১২১ ॥
পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্তরাজ ।
গোপাল-চরণে মাগে,—'চল মোর রাজ ॥' ১২২ ॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল ।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ॥ ১২৩ ॥
জগন্নাথে আনি' দিল মাণিক্য-সিংহাসন ।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন ॥ ১২৪ ॥

শ্রীগোপাল ও রাজ্ঞীর কথা ঃ—

তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে ।
ভক্তি করি' বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ ১২৫ ॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয় ।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয় ॥ ১২৬ ॥
'ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত ।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত ॥' ১২৭ ॥
এত চিন্তি' নমস্করি' গেলা স্বভবনে ।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে ॥ ১২৮ ॥
"বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি' ।
মুক্তা পরাঞাছিল বহু যত্ন করি' ॥ ১২৯ ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে ।
সেই মুক্তা পরাহ, যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥" ১৩০ ॥
স্বপ্নে দেখি' সেই রাণী রাজাকে কহিল ।
রাজাসহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ ১৩১ ॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা ।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ॥ ১৩২ ॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি ।
এই লাগি' 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি ॥ ১৩৩ ॥

নিতাইমুখে সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত-শ্রবণে সগণ প্রভুর আনন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ-মুখে শুনি' গোপাল-চরিত ।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুকে ভক্তগণের গোপালের সহিত অভেদ-দর্শন ঃ—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি ।
ভক্তগণে দেখে—যেন দুঁহে একমূর্ত্তি ॥ ১৩৫ ॥
দুঁহে—একবর্ণ, দুঁহে—প্রকাণ্ড-শরীর ।
দুঁহে—রক্তাম্বর, দুঁহার স্বভাব—গম্ভীর ॥ ১৩৬ ॥
মহা-তেজোময় দুঁহে কমল-নয়ন ।
দুঁহার ভাবাবেশ, দুঁহে—চন্দ্রবদন ॥ ১৩৭ ॥

তদ্দর্শনে ভক্তগণসহ নিতাইর হাস্যরঙ্গ ঃ—

দুঁহা দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে ।
ঠারাঠারি করি' হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে ॥ ১৩৮ ॥

প্রাতে সকলের পুরীপথে যাত্রা ঃ—

এইমত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিঞা ।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিঞা ॥ ১৩৯ ॥

চৈতন্যভাগবতে ভুবনেশ্বর-দর্শন প্রভৃতি বর্ণিত ঃ—

ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে কৈল দরশন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৪০ ॥

অনুভাষ্য

১১৯। বিদ্যানগর—ত্রৈলঙ্গদেশে গোদাবরী-নদী পূর্ব্বসমুদ্রে বঙ্গোপসাগরে যথায় মিলিতা হইয়াছেন, তাহা 'কোটদেশ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যা-রাজের তৎপ্রদেশে এক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, তাহার নাম 'বিদ্যানগর'। ঐ নগর গোদাবরী-নদীর দক্ষিণপারে অবস্থিত ছিল। উৎকলরাজ পূর্ব্বপুরুষোত্তম সেই দেশ নিজাধিকারে আনয়ন করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দ্বারা রাজ্য শাসন করিতেন। বর্ত্তমান গোদাবরীর উত্তর-তটস্থিত রাজমহেন্দ্রী হইতে বিদ্যানগর ২০।২৫ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণপারে অবস্থিত। প্রতাপরুদ্রের কালে রামানন্দরায় তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভিজিয়ানগরম, ভিজিয়ানা-গ্রাম বা বিজয়নগর এই বিদ্যানগর নহে।

১২২। রাজ—রাজ্যে।

১৪০। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ২য় অঃ—"তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর। গুপ্তকাশী-বাস যথা করেন শঙ্কর।। সর্ব্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি'। 'বিন্দুসরোবর' শিব সৃজিলা আপনি।।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। চৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কটক হইতে রাজপথে বাহির হইয়া বালিহস্তা বা বালকাটীচটি হইয়া ভুবনেশ্বর—দুই-তিন ক্রোশ।

প্রভুর নিতাইকে দণ্ডপ্রদান ও কমলপুরে ভার্গীনদী-স্নান ঃ—

কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥ ১৪১ ॥

প্রভুর কপোতেশ্বর-দর্শন, অগোচরে নিতাইর প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ ঃ—

কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে ॥ ১৪২ ॥

তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাঞা।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিঞা ॥ ১৪৩ ॥

পুরীর মন্দির দেখিয়া কৃষ্ণবিরহাতুর প্রভুর নৃত্য ও আবেশ ঃ—

জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা।
দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪১। ভার্গীনদী—এক্ষণে 'দণ্ডভাঙ্গা'-নদী বলিয়া বিখ্যাত; পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে।

১৪২। কপোতেশ্বর—দণ্ডভাঙ্গা-নদীর নিকটে।

অনুভাষ্য

শিবপ্রিয় সরোবর জানি' শ্রীচৈতন্য। স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য।।"

স্কন্দপুরাণে, শিবের একাম্রকানন-লাভের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। 'কাশীরাজ'-নামে একরাজা পূজা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ; শিব তাঁহার সহায়তা করেন। পরে কাশীরাজ বিনষ্ট এবং শিবের পাশুপত-অস্ত্র বিফল হইলে, কৃষ্ণ কাশী দগ্ধ করেন। শিব কৃষ্ণমাহাত্ম্য অবগত হইয়া নিজাপরাধ ক্ষমাপণ করাইয়া শ্রীনীলাচলের নিকট 'একাম্রকানন' লাভ করেন। এখানে কেশরীবংশীয় রাজগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া কয়েকশতাব্দী উৎকলদেশে রাজ্য করেন।

১৪২। কপোতেশ্বর—শিবলিঙ্গ।

১৪৩। দণ্ড—শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় শাঙ্কর-ভারতী-সম্প্রদায়ে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই সন্ন্যাসদণ্ড তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া ভার্গী (বর্ত্তমান 'দণ্ডভাঙ্গা')-নদীতে ফেলিয়া দেন। সন্ন্যাসাশ্রমে 'কুটীচক' ও 'বহূদক'-অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়, কিন্তু 'হংস' ও 'পরমহংস' অবস্থায় দণ্ডত্যাগ করাই বিধেয়। চতুর্দ্দশভুবনপতি গৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় ন্যূনাধিকার-প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই জানিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। দণ্ড—সন্ন্যাস করিয়া মহাপ্রভু যে দণ্ডটী পাইয়াছিলেন, তাহা নিত্যানন্দপ্রভুর হস্তে রাখিয়া কপোতেশ্বর যান। নিত্যানন্দপ্রভু ঐ দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া ভার্গীর জলে ভাসাইয়া দেওয়ায়, ভার্গীর নাম 'দণ্ডভাঙ্গা' হইয়াছে। কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ডও ধারণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-ধারণবিধি। শ্রীমহাপ্রভুর সেরূপ দণ্ডধারণ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, নিত্যানন্দ-প্রভু তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

অমৃতাণুকণা—১৪৩। "দণ্ড হাতে করি' হাসে নিত্যানন্দ-রায়। দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়।। 'অহে দণ্ড, আমি যাঁরে বহিয়ে হৃদয়ে। সে তোমারে বহিবেক এ'ত যুক্ত নহে।।' এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড। ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি তিন খণ্ড।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২০৬-২০৮)। ইহার 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সর্ব্বদা হৃদয়ে বহন করি ; আমরা তাঁহার নিত্য ভৃত্য ; তুমি আমাদের সেই নিত্য প্রভুকে বাহকরূপে সাজাইয়া অপরাধ করিতেছ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে-সকল বিধি-গ্রহণ বা নিষেধ-ত্যাগের চিহ্ন নিজ-হস্তে ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বহনকার্য্য আমাদেরই শোভা পায়। হে দণ্ড, তুমি আমার প্রভুর প্রভু হইও না, তুমি আর তোমাকে মহাপ্রভুর দ্বারা বহন করাইও না। প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্তব্রুবগণ কৃষ্ণের নিকট হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি বাঞ্ছা করিয়া তাঁহার দ্বারা সেবা করাইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করে। ভক্তগণের ঐরূপ মনের ভাব নহে।

"কেবলাদ্বৈতী পরমহংস-ব্রুব একদণ্ডিগণ ত্রিদণ্ডিগণের চিরদিনই অবজ্ঞা করে। শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ড-গ্রহণছলনা-লীলা প্রদর্শন করায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই দণ্ডকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে ত্রিদণ্ডরূপে পরিণত করিলেন এবং ঐ দণ্ডবহন-ভার ভগবৎসেবকগণের নিকট ন্যস্ত করিলেন। তজ্জন্যই অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি আছে, তন্মধ্যস্থ "বাচো বেগম্" শ্লোকটী ত্রিদণ্ড-গ্রহণের নিদর্শন ও যোগ্যতা সূচনা করে এবং ত্রিদণ্ডিগণেরই যে রূপানুগত্ব, ইহা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃতে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদিগণ ত্রিদণ্ডের বিরুদ্ধে 'পরিমল'-নামক টীকায় প্রচুর গালিগালাজ করিয়াছেন। ভাবিকালে মায়াবাদী অপ্যয়দীক্ষিত 'ন্যায়রক্ষামণি', 'শিবার্ক-মণিদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে-সকল ভক্তিবিরোধী মতবাদ লিখিবেন, তাহার অযোগ্যতা-প্রদর্শন-উদ্দেশ্যে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ড ত্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন। (আবার,) 'শুদ্ধদ্বৈত'মতাবলম্বিগণের (তথা শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের) শিষ্য-পারম্পর্য্যে যে একদণ্ডগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে,—ইহা জানাইবার জন্যও বলদেবপ্রভু সন্ন্যাস-বেষী শ্রীচৈতন্যদেবের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিয়াছেন ; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্মত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার। 'ত্রিদণ্ডী' না হইলে কেহই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হন না। কর্ম্মকাণ্ডীয় ত্রিদণ্ডে ইন্দ্রদণ্ড, বজ্রদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সমাবেশ

ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা, সবে নাচে গায় ।
প্রেমাবেশে প্রভু-সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ১৪৫ ॥
হাসে, কান্দে, নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ।
তিনক্রোশ পথ হৈল—সহস্র-যোজন ॥ ১৪৬ ॥

আঠারনালা আসিয়া প্রভুর বাহ্যদশা ও নিজদণ্ড-যাজ্ঞা ঃ—

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা 'আঠারনালা' ।
তাঁহা আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ১৪৭ ॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—"দেহ মোর দণ্ড ।"
নিত্যানন্দ বলে,—"দণ্ড হৈল তিনখণ্ড ॥ ১৪৮ ॥

নিতাইর চাতুর্য্য ও দণ্ডভঙ্গ-বার্ত্তা-নিবেদন ঃ—

প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু ।
তোমা-সহ তেরছে দণ্ড-উপরে পড়িনু ॥ ১৪৯ ॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ।
সেই দণ্ড কাঁহা পড়িল, কিছু না জানিল ॥ ১৫০ ॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হইল খণ্ড ।
যে উচিত হয়, মোর কর তাহা দণ্ড ॥" ১৫১ ॥

প্রভুর দুঃখ ও ঈষৎ ক্রোধ ঃ—

শুনি' কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা ।
ঈষৎ ক্রোধ করি' কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১৫২ ॥

প্রভুর অনুযোগ ও নিঃসঙ্গ হইয়া জগন্নাথ-দর্শনে ইচ্ছাপ্রকাশ ঃ—

"নীলাচলে আসি' মোর সবে হিত কৈলা ।
সবে দণ্ডধন ছিল, তাহা না রাখিলা ॥ ১৫৩ ॥
তুমি-সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে ।
কিবা আমি আগে যাই, না যাহ সহিতে ॥" ১৫৪ ॥

মুকুন্দের প্রভুকে অগ্রে গমনের অনুরোধ ঃ—

মুকুন্দ দত্ত কহে,—"প্রভু, তুমি যাহ আগে ।
আমি-সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে ॥" ১৫৫ ॥

দুইপ্রভুর ভাব—অচিন্ত্য ঃ—

এত শুনি' প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি ।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥ ১৫৬ ॥
ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায় ।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায় ॥ ১৫৭ ॥

উভয়ে অভেদ-দর্শনকারী ভক্তই এই লীলা বুঝিতে সমর্থ ঃ—

দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই—পরম-গম্ভীর ।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৭। আঠারনালা—পুরীনগরে প্রবেশ করিবার যে সেতু আছে, তাহার নাম 'আঠারনালা' ; তাহাতে ১৮টী খিলান আছে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪৪। দেউল—দেবালয় ; অনঙ্গভীমরাজ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বর্ত্তমান শ্রীজগন্নাথের মন্দির। উপলভোগের মন্দির, ভোগবর্দ্ধন-খণ্ড এবং বাহিরের উচ্চ চত্বর তৎকালে নির্ম্মিত হয় নাই।

১৪৫। রাজমার্গ—জগন্নাথ-দর্শনের যাত্রিগণ বঙ্গদেশ হইতে যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমে গমন করেন।

১৪৬। শ্রীমহাপ্রভু তিনক্রোশ দূর হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির দর্শন করিয়া বিরহাতিশয্যে সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। উৎকট-বিপ্রলম্ভে যে-প্রকার ক্ষণকালের বিরহ যুগবৎ প্রতীত হয়, চক্ষুর পলক থাকার জন্য গোপীগণ যে-প্রকার বিধির মূর্খতা নির্দ্দেশ করেন, তদ্রূপ তিন ক্রোশ পথ মহাপ্রভুর নিকট সুদূর সহস্র-যোজন বলিয়া অনুমিত হইল।

১৫২। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর বৈধসন্ন্যাস-যোগ্য এক-দণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা জানিয়া বৈধসন্ন্যাস-দণ্ডবহন হইতে প্রভুকে অব্যাহতি দেন ; তাহাতে মহাপ্রভু তাদৃশ দণ্ডত্যাগকার্য্যে বিবিৎসা-সন্ন্যাসপর অযোগ্য-দণ্ডিগণের যোগ্যতার পূর্ব্বে বৈদিক-বিধি শিথিল হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। মহতের আচরণ জগতের অন্যান্য লোক অনুবর্ত্তন করেন, তজ্জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত ভক্ত্যনুকূল বৈধমার্গের অবহেলনপূর্ব্বক উহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খল-মার্গকে অনুরাগ-পথ বা অবধূতাচার মনে করেন, তাদৃশ ভ্রান্তচিত্তের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া এই ক্রোধ-প্রদর্শন-লীলা।

১৫৮। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধীরভাবে যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রভুদ্বয়ের স্বরূপ ও দণ্ডভঙ্গ-লীলার তাৎপর্য্য ধারণা হইবে। পূর্ব্বমহাজনগণ কৃষ্ণপদসেবা-

---

আছে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ড-ব্যাখ্যায় কায়-মনোবাক্-দণ্ডের কথা পারমার্থিক ত্রিদণ্ডিগণকে জানাইয়াছেন। ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত-বিচারে ত্রিদণ্ডের পারমহংস-ধর্ম্মে একদণ্ডই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে একদণ্ডে জড়গুণত্রয়ের সম্মেলনে 'গুণবিধৌত অবস্থা' নামক একদণ্ড, উহা একায়ন-পদ্ধতিতে কলঙ্ক আরোপ করে বলিয়া ত্রিদণ্ড-সম্মেলনে একদণ্ডই একায়ন-পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে, ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ে ও ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সার্ব্বজনীন-বৈষ্ণব-সমাজে সেই প্রথা চিরদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।"

বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ভগবান্ বলিয়া সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত—অলৌকিক ঃ—

ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য ।
নিত্যানন্দ—বক্তা যার, শ্রোতা—শ্রীচৈতন্য ॥ ১৫৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল-চরণ ॥ ১৬০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি-গোপাল-চরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

দ্বারা গৃহীতদণ্ড হইয়া সংসারাভিনিবেশ ত্যাগ করেন। সাধক-ভাবে মহাজনগণের অনুগমন করিয়া বৈধসন্ন্যাসের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা মহাপ্রভুও স্বীকার করেন। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিৎসা-সন্ন্যাস বা বিষয়-ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠান—লোকশিক্ষার্থে সাধকজীবনে যে আবশ্যক,—ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। দাস নিত্যানন্দ,—প্রভু-গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের প্রারম্ভরূপ দণ্ডবহন-কার্য্য বস্তুতঃ উচ্চ পরমহংসাধিকারে প্রয়োজন নাই—জানিয়া, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুকে 'কুটীচক' বা 'বহূদক'-অবস্থায় স্থিত বলিয়া ভ্রম করিয়া অপরাধ না করে, তজ্জন্য পরমোচ্চতম অবস্থার আদর্শ দেখাইবার জন্য দণ্ডত্যাগ করাইলেন।

১৫৯। (১) শ্রীগোপালমূর্ত্তি নিত্যসত্য বিগ্রহ ; (২) স্বয়ং-সত্য বিগ্রহ—জড়ের লৌকিক বিধি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করেন ; (৩) ব্রাহ্মণ-জীবনে সত্যে অবস্থান—বিশেষভাবে প্রয়োজন ; (৪) ব্রহ্মণ্যের স্থাপনকর্ত্তা ও ব্রহ্মণ্যের বশীভূত স্বয়ং কৃষ্ণ ; অতএব কৃষ্ণাশ্রিত ব্রহ্মণ্য কেবল মায়িক নহে।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

******

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদর্শনে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপ সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজ-গৃহে উঠাইয়া লইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপী-নাথাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও নীলাচল-আগমনের কথা শুনিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করত সকলেই সার্ব্বভৌমের ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দাদি সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত জগন্নাথ-দর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য (বাহ্যদশা) হইল। সার্ব্বভৌম যত্নপূর্ব্বক সকলকে মহাপ্রসাদ সেবা করাইলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বীয় মাতৃস্বসাগৃহে বাসা-ঘর করিয়া দিলেন। গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম ও তচ্ছিষ্য-দিগের সহিত তাঁহার অনেক বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যক্রমে ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হন না,—এইসকল কথা গোপীনাথ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্, তাহা ভাগবত ও ভারত হইতে প্রতিপন্ন করিলেন ; তথাপি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সে কথার প্রতি পরিহাস করিলে ঐ সব কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল। মহাপ্রভু কহিলেন,—ভট্টাচার্য্য আমাদের গুরু, স্নেহ করিয়া যাহা বলেন, তাহা আমাদের মঙ্গলজনক। ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকারপূর্ব্বক সপ্তদিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—হে কৃষ্ণচৈতন্য, তুমি বেদান্ত বুঝিতে পার না? প্রভু উত্তর করিলেন,—আপনি শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতেছি ; ব্যাসকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ বুঝিতে পারি, কেবল আপনি যে মায়াবাদি-ভাষ্য পড়িতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ্ ও বেদান্ত ব্যাখ্যাপূর্ব্বক 'সবিশেষবাদ' স্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন,—